সংবাদ

29 APR 2008

বরিশাল : হদুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারদিক খোলা রুমে বসে ক্লাস চলছে -সংবাদ

বঞ্চনার স্কুল হদুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রতিনিধি, বরিশাল

বিদ্যালয়টি প্রমত্তা বিষখালীর তীর ঘেঁষা হদুয়া গ্রামে। বয়স শতবর্ষ থেকে ঠিক দুই দশক দূরে দাঁড়িয়ে। রক্তুসে বিষখালীর করাল গ্রাসে কয়েকবার বিলীনের পর ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিডরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে আরেকবার। এর সঙ্গে বিদ্যালয়টির কর্তৃত্ব নিয়ে চলছে আইনি লড়াই। যার অজুহাতে সিডর পরবর্তী সরকারি সাহায্যের আড়াই লাখ টাকার পুরোটাই বেচাত হয়েছে। এখন বাঁশের খুঁটি আর দোচালা টিনের ছাউনির নিচে চলে বিদ্যালয়টির কার্যক্রম। তাই মাসের পর মাস ধরে এ অবস্থা চলায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষেত্রে।

নলছিটি উপজেলার পশ্চিম সীমান্তের হদুয়া এবং বৈশাখী নামক দুটি গ্রামের শিশুদের পড়ালেখার মানসে ১৯২৮ সালে দেশহাতীরা এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানের আলো বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টির অবদান যথেষ্ট। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বিদ্যালয়টি সরকারিকরণ করা হয়। তখন থেকে বিদ্যালয়টির নাম হয় ২৭নং হদুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কালের ব্যবধানে সর্বগ্রাসী বিষখালী নদী সর্বশেষ ২০০৩ সালে পুরো বিদ্যালয়টি ভবনসহ গ্রাস করে নেয়। এরপর বৈশাখী গ্রামের অধিবাসীরা ৩১ শতাংশ ভূমিদান করলে সেখানে ছোট্ট পরিসরের টিনের ঘর নির্মাণ করে চলে বিদ্যালয়টির কার্যক্রম। তবে ১৫ নভেম্বর সিডরের কবলে ফের পুরো বিদ্যালয় ভবনের ক্ষতিসহ প্রাঙ্গণ ভাসিয়ে নেয় এর অবকাঠামো। সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় স্কুলটি মেরামতের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ আসে আড়াই লাখ টাকা; কিন্তু বিদ্যালয়টির কর্তৃত্ব নিয়ে মামলা চলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষা কর্মকর্তা সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। যার ফলে বর্তমানে দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে চলে বিদ্যালয়টির পাঠদানের কার্যক্রম।

সরকারি বরাদ্দের টাকা বাতিল হওয়ায় বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকরা মিলে বাঁশের খুঁটি ও কোনমতে টিনের ছাপড়া দিয়ে চারধারে বেড়া বিহীন অবস্থায় বিদ্যার্থীরা ক্লাস করছে। এখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বসার জন্য তেমন কোন আসবাবপত্র নেই। যা আছে কোনটায় জোড়া তালি অথবা ইট বিছিয়ে তবেই বসতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে চোগলা বা মাদুর এনে তাই বিছিয়ে ক্লাস করে। ফলে শিক্ষা উপকরণের জন্যও ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। মাঠ ভরাটের জন্য কোন বরাদ্দ না পাওয়া বিদ্যালয় সামনের কচুরিপূর্ণ ডোবাটির পানি দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এ ছাড়াও নেই বিশুদ্ধ পানির জন্য কোন নলকূপ ও টয়লেটের ব্যবস্থা। বাঁশের খুঁটি দিয়ে নির্মিত বর্তমানে যে ভবনটিতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে তা নড়বড়ে হওয়াতে কাশবৈশাখীতে ফের ভেঙে যাবে বলে উদ্বিগ্ন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এ জন্য তাঁদের দাবি সিডরে ক্ষতিগ্রস্তের বরাদ্দের পুরো টাকা দিয়ে বিদ্যালয়টি পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করা হোক। যাতে করে কোমলমতি শিশুদের পড়ালেখা পুরোটা ব্যাহত না হয়।